‘নির্দোষ’ ধনঞ্জয়ের ফাঁসি হয়! নথি জমা পড়ল মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে, নতুন তদন্তের দাবি

পিনাকপাণি ঘোষ, এবেলা.ইন | সেপ্টেম্বর ১, ২০১৬

Share it on

২০০৪ সালে ধর্ষণ ও খুনের দায়ে ফাঁসি হয় ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের। কিন্তু সেই তদন্ত ও বিচার পদ্ধতি ঠিক ছিল না। ১২ বছর পরে সেই দাবি নিয়ে ফের তদন্তের দাবি উঠল।

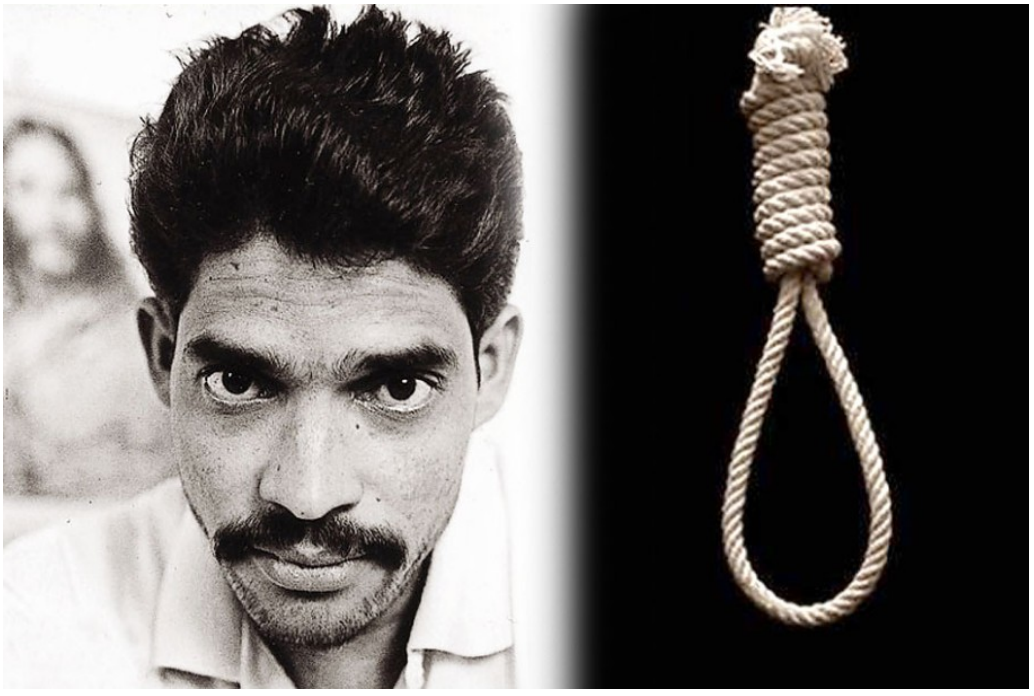

ফাঁসি হয় ২০০৪ সালের ১৪ অগস্ট।

১৯৯০ সালে ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের নাম খবরের কাগজের শিরোনাম হয়। সেই বছরের ৫ মার্চ কলকাতার পদ্মপুকুর এলাকার আনন্দ অ্যাপার্টমেন্টের চারতলার ফ্ল্যাটে ১৮ বছর বয়সের আইসিএসই পরীক্ষার্থিনী হেতাল পারেখ খুন

হন। ধনঞ্জয় ছিল সেই অ্যাপার্টমেন্টের নিরাপত্তারক্ষী। গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। অভিযোগ ওঠে, ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে ওই কিশোরীকে। চলে দীর্ঘ তদন্ত ও বিচারপর্ব। শেষে বাঁকুড়ার কুলুডিহি গ্রাম থেকে কলকাতায় কাজ করতে আসা ধনঞ্জয় দোষী সাব্যস্ত হন। ২০০৪ সালের ১৪ অগস্ট তাঁর ফাঁসি হয়।

১২ বছর পরে সেই তদন্তের ত্রুটি খুঁজতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্জি জমা পড়ল বৃহস্পতিবার। ধনঞ্জয় দোষী নন, আসলে হেতাল পারেখ হত্যাকাণ্ড ছিল একটি ‘অনার কিলিং’— এমনটাই দাবি তুলেছেন কলকাতার একদল অধ্যাপক, গবেষক। অনেক দিন ধরেই তাঁরা এই দাবি তুলে আসছেন। সম্প্রতি তাঁদের বক্তব্য বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে। ‘আদালত-মিডিয়া-সমাজ এবং ধনঞ্জয়ের ফাঁসি’ শীর্ষক বই প্রকাশের পরে এবার সেই ঘটনার নতুন করে তদন্ত চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি জমা দিলেন ওই অধ্যাপকরা। বৃহস্পতিবারই সেই স্মরকলিপি নবান্নে জমা দেওয়া হয়েছে।

ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের ফাঁসির ঘটনা, তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা চালিয়েছেন কলকাতার দুই অধ্যাপক প্রবাল চৌধুরী, দেবাশিস সেনগুপ্ত এবং এক প্রযুক্তিবিদ পরমেশ গোস্বামী। তাঁরাই বইয়ের মধ্যে তুলে ধরেছেন তাঁদের গবেষণালব্ধ বক্তব্য।

ধনঞ্জয় বার বার বলেছিলেন, তিনি নির্দোষ। যদিও আদালতে যাবতীয় সাক্ষী, প্রমাণ তাঁর বিরুদ্ধেই যায়। এখন গবেষকরা বলছেন, ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় যে মামলায় অভিযুক্ত ‘প্রমাণিত’ হয়েছেন, তার বহুকিছুই ধোয়াঁশায় ভরা, বহু ‘প্রমাণ’ মূলত গোঁজামিল। এমনকি সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ জড়ো করে এগোলে ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের ঘটানো ‘অপরাধ’ আদৌ প্রমাণ করা যায় কি না, এ নিয়েই সন্দেহ তৈরি হয়। এমনকি ওই সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে ভিন্নতর সিদ্ধান্তে পৌঁছনোও সম্ভব ছিল বলে দাবি।

এই দাবি তুলেই বাম আমলে হওয়া তদন্তের ত্রুটি খোঁজার আবেদন জমা দেওয়া হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। একজনের ফাঁসি হয়ে যাওয়ার পরে সেই মামলা নতুন করে খোলা যায় কি? দেশে এমন

কোনও নজির কি আদৌ রয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তরে অন্যতম আবেদনকারী অধ্যাপক দেবাশিস সেনগুপ্ত বলেন, ‘‘না, কোনও নজির দেশে নেই। তবে বিদেশে রয়েছে। যে কোনও কিছুই তো একবার শুরু হয়। আমরা চাই, এই মামলা রিওপেন করেই সেই কাজ শুরু হোক। আর এই কাণ্ডের নতুন তদন্ত করার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা রয়েছে। প্রথমত, এখনও ওই ঘটনা স্মৃতির মধ্যেই রয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই সময়ের মধ্যে ওই মামলা-সংক্রান্ত আইনের পরিবর্তন হয়নি, তৃতীয়ত এই মামলায় যথেষ্ট জোরালো যুক্তি রয়েছে।’’ কিন্তু এতদিন পরে এই দাবি তুলে লাভ কী? ধনঞ্জয় তো এই পৃথিবীতেই নেই। এর উত্তরে দেবাশিস সেনগুপ্ত বলেন, ‘‘তদন্ত ঠিক পথে হলে, বিচার ব্যবস্থা নতুন রায় দিলে ধনঞ্জয় নির্দোষ প্রমাণিত হলে অন্তত মরণোত্তর কলঙ্কমুক্তি হবে। সেই সঙ্গে মূল দোষীদের শাস্তি হবে।’’

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে যে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়েছে, তাতে প্রায় এক হাজার মানুষের স্বাক্ষর রয়েছে বলে জানিয়েছেন আবেদনকারীদের অন্যতম ঈপ্সিতা পাল। তাঁদের বক্তব্য, নতুন করে তদন্ত হলে, নতুন করে মামলা শুরু হলে, বিচারব্যাবস্থাতেও যে সংশোধন সম্ভব সেটা প্রমাণিত হবে।

আবেদন জমা নেওয়া হলেও মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে এখনই কিছু জানানো হয়নি। তবে আবেদনকারীদের আশা, তাঁরা সদর্থক উত্তর পাবেন। এখন সেই অপেক্ষায় থাকতে চান তাঁরা।

আরও পড়ুন

ধনঞ্জয়ের ফাঁসি কি যথাযথ ছিল? নতুন করে উঠল প্রশ্ন